



মৃত্যু-চিন্তা!

আমাদেরকে মৃত্যুকে স্মরণ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যু এবং তার পরের জীবন নিয়ে চিন্তা করা, কবরের ভয় এবং একাকীত্বের কথা মনে করা, পরকালের পথে একজন ব্যক্তির জন্য যে বিপদগুলি অপেক্ষা করেছে তা মনে রাখা এবং মৃত্যু যে কোনও সময়ে আসতে পারে এই বিবেচনায় জীবনযাপন করা।

এ কথা কখনও ভাবা উচিত না: "যেভাবেই হোক আমি এখনও তরুণ। আমার বয়স বিশ বছর, আমার মৃত্যুর সম্ভবত আরও প্রায় ষাট বছর বাকি আছে। অনেকেতো তাদের আশির দশক দেখার জন্য বেঁচে থাকে।"

কিন্তু মৃত্যু আশ্চর্যজনক ভাবে যেকোনো সময় দর্শনার্থী হিসাবে উপস্থিত হতে পারে। তাই সেই অনুযায়ী সকলকে প্রস্তুতি নিতে হবে। যেমন একজন আরব কবি বলেছেন, "মৃত্যু হঠাৎ আসে; আর কবর হল কাজের বক্ষ:স্থল।" সুতরাং, একজন ব্যক্তি এ পর্যন্ত যা কিছু অর্জন করেছে তাই হবে তার সাথে নিয়ে যাওয়া রসদ।

পরকালের স্বার্থে এ ধরনের চিন্তা ও ভাবাবেগ অত্যন্ত জরুরি, কারণ যদি কোনো ব্যক্তি পার্থিব জীবনে নিরাপদ সড়কে না হাঁটেন, তাহলে পরকালেও তার সড়ক নিরাপদ হবে না। এইভাবে, সেই ব্যক্তিকে পরকালে একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক রাস্তা ভ্রমণ করতে হবে। যেহেতু মৃত্যু-চিন্তা একজন ব্যক্তিকে এই বিষয়ে ক্রমাগত সচেতন হতে সাহায্য করে এবং তাকে কবরের বাইরে কী হবে তা নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে, তাই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা করা দরকার।

জানা যায়, ইসলামের প্রাথমিক যুগে, মহানবী বিশ্বাসীদের কবর পরিদর্শন করতে নিষেধ করেছিলেন, সম্ভবত জাহেলিয়াতের যুগ থেকে রয়ে যাওয়া কবর সংক্রান্ত অনুপযুক্ত অনুশীলনের কারণে। যাইহোক, কিছু সময় পরে, যখন এই ভুল বোঝাবুঝি রহিত হয়ে যায়, তখন তিনি বলেছিলেন: "আমি তোমাদের কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন কবর জিয়ারত কর, কারণ এটি তোমাকে পরকালের কথা মনে করিয়ে দেয়।" [মুসলিম]

Compiled From: "The two dynamics that keep religious life alive" - Fethullah Gulen